যুগান্তর

তারিখ ... 15 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ......

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

কমিশনের তালিকা থেকে শিক্ষক নিয়োগ

যুগান্তর রিপোর্ট

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের জন্য স্বাধীন কমিশন গঠন করছে সরকার। এ কমিশন আবেদনকারীদের জন্য প্রিলিমিনারি, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার আয়োজন করবে। এতে উত্তীর্ণদের নিয়ে তালিকা তৈরি করা হবে। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে শূন্য পদে উত্তীর্ণদের নিয়োগ দেয়া হবে।

বুধবার শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সাংবাদিক সম্মেলনে এ তথ্য প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতের জন্যই এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এক মাসের মধ্যে এ কমিশন গঠন করা হবে। 'বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধনে পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রত্যয়ন বিধিমালা-২০০৬' সংশোধন বিষয়ে দুপুরে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এতে শিক্ষা সচিব নজরুল ইসলাম খানও বক্তৃতা করেন। এ সময় অতিরিক্ত সচিব এএস মাহমুদ, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক ফাহিমা খাতুন, যুগ্ম সচিব জাকির হোসেন ভূইঞা, রুহী রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বর্তমানে বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয় নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্য থেকে। শিক্ষক প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে। সে অনুযায়ী প্রার্থীরা আবেদন করেন। তাদের মধ্য থেকে কোথাও শুধু ভাইভা আবার কোথাও লিখিত পরীক্ষা ও ভাইভার মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এ কাজটি করে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি। এতে প্রতিষ্ঠানের কমিটির একশ্রেণীর সদস্যের বিরুদ্ধে অস্বচ্ছ উপায়ে বা স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে কিংবা মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে অযোগ্য প্রার্থী নিয়োগ দেয়ার বিষয়ে ঘোরতর অভিযোগ উঠে আসে। এসব কমিটির বেশিরভাগ সদস্য ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নেতা ও স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি। নতুন এ বিধান চালু হলে পরিচালনা কমিটিই নিয়োগ দেবে। তবে তারা আর স্থানীয়ভাবে কোনো পরীক্ষা নিতে পারবে না। কমিশন প্রিলিমিনারি, লিখিত এবং ভাইভা পরীক্ষা নিয়ে উপজেলাভিত্তিক শূন্যপদের বিপরীতে প্রার্থী তালিকা করে দেবে। সেখান থেকেই শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বর্তমানে যেভাবে শিক্ষক নিয়োগ হয় তাতে স্বচ্ছতা থাকে না। নিয়োগে স্বজনপ্রীতি ও আর্থিক লেনদেনের কথাও আপনারা লিখে থাকেন। সেখান থেকে আমরা বের হয়ে আসতে চাচ্ছি। এ জন্য আমরা ধাপে ধাপে এগোচ্ছি। শিক্ষানীতির মধ্যেও পিএসসির (সরকারি কর্মকমিশন) মতো একটি কমিশন করার কথা বলা হয়েছে। তিনি বলেন, নতুন এ প্রতিষ্ঠানের নাম হবে বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন (এনটিএসসি)। এনটিএসসি হবে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ। এতে আমাদের কোনো হস্তক্ষেপ করার সুযোগ থাকবে না। এতে মাঠপর্যায়ের প্রশাসনের কর্মকর্তাদের প্রভাবও থাকবে না। কমিশন প্রতিষ্ঠান পর্যায় থেকে শিক্ষকের চাহিদা নিয়ে শিক্ষক নির্বাচন করে দেবে। তিনি বলেন, এ জন্যই এনটিএসসি গঠন করা হবে। যারা নিরপেক্ষ,

নিয়োগ : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

নিয়োগ : শিক্ষক

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

দক্ষ, শিক্ষা বিষয়ে যাদের অবদান আছে তাদের নিয়ে কমিশন গঠন করা হবে। এটা গঠন করা হলে বর্তমান বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) বিলুপ্ত করা হবে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কমিশন গঠন চূড়ান্ত করতে আমরা খুব বেশি সময় নেব না। এক মাসের মধ্যে হয়তো এটা করতে পারব। এর মধ্যে অনেকের মতামতও পাব। সেগুলো বিবেচনায় নেয়া হবে। প্রার্থী নির্বাচন পরীক্ষা গ্রহণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে মন্ত্রী বলেন, কমিশনের পরীক্ষার আগে জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করব। বছর শেষ হওয়ার তিন মাস আগে কোন অঞ্চলের কতজন শিক্ষকের পদ খালি হচ্ছে সে তথ্য নেব। নির্দিষ্ট অঞ্চলের (উপজেলাভিত্তিক) লোককে ওই অঞ্চলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই নিয়োগ দিতে চেষ্টা করব। চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষক মেধা অনুযায়ী পাস করিয়ে রাখব। এতে কোনো জটিলতা হবে না। নতুন পদ্ধতির এ শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় মৌখিক পরীক্ষা অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, যা এখন নেই। এর যৌক্তিকতা তুলে ধরে তিনি বলেন, লিখে পাস করলেই শুধু হবে না। অনেক জ্ঞানী লোক ভালো শিক্ষক নাও হতে পারেন। শিক্ষকতা পেশায় ভালো করে বুঝিয়ে দেয়া, ব্যাখ্যা করার শক্তি, কথা বলার দক্ষতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বলার ভঙ্গি, বোঝানোর দক্ষতা দেখতে মৌখিক পরীক্ষা নেয়া হবে। নতুন ব্যবস্থায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিয়োগের বিজ্ঞাপন দেবে কিনা, যেসব বিষয়ে গ্রাজুয়েট কম সেসব বিষয়ে উপজেলা পর্যায়ে প্রার্থী পাওয়া না গেলে কী হবে, বর্তমানে দেশের যে কোনো প্রান্তেই আবেদনের সুযোগ রয়েছে এর কী হবে, নারী কোটা থাকবে কিনা, মেধা তালিকার ক্যাটাগরি কয়টি হবে, এনটিআরসিএ সনদধারীদের কি হবে— এমন কয়েকটি বিষয়ে মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এর জবাবে তিনি বলেন, কিছুটা পরিবর্তন তো হবেই, তবে তা হবে বাস্তবসম্মত। এ জন্যই বিষয়টি উন্মুক্ত করেছি। এখন সবার কাছ থেকে মতামত নেব। মতামতগুলো আমরা বিবেচনায় নেব।